Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 332–342
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও শিল্পরীতির বাঁকবদল

মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল : minal87011@gmail.com

Keyword
ছোটগল্প, বহুমাত্রিক, স্বরূপ, বিষয়, আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি, বাঁকবদল, উপস্থাপন রীতি

Abstract
উনিশ শতকে গল্পকারের সচেতন শিল্পকলা 'ছোটগল্প'। সময়-কালের দাবী থেকেই শিল্পী মননে দেখা দেয় 'ছোটগল্প' লেখার তাগিদ। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই 'দেনাপাওনা' (১৮৯১)-র মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয়। আবার সময়ের বিবর্তনে পুরোহিত রবীন্দ্রনাথেরই হাতেই ছোটগল্পের বিষয়, ভাষা ও শিল্পরীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। 'কল্লোল' যুগে যৌনতা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা বিষয়ভিত্তিক ছোটগল্পের আঙ্গিক রূপ-রূপান্তরে যুক্ত হয়েছে চিত্রকল্প, উপমা ও অলংকার কাব্যধর্মী গদ্যশৈলী। দেশজ সংস্কৃতি নির্ভর লোকায়ত জীবনের বাঁক-আদিম বীভৎসতার উপস্থাপনায় ঘটেছে লোকভাষা, বিভাষা, নিভাষার প্রতিষ্ঠা। বিশ্বযুদ্ধ সমকালে যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে, প্রকরণরীতিতে যুক্ত হয়েছে শ্লেষ, ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত মহিমা। দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে হারানোর যন্ত্রণায়, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন ও মানবিকতার। স্বাধীনতা পরবর্তী 'ছোটগল্প : নূতন রীতি', 'শাস্ত্রবিরোধী' চিন্তা-চেতনায় ছোটগল্পের শিল্পরীতিতে যুক্ত হয়েছে মিথ-কথকতা, কোলাজ ও বহুস্বরিক নানা আঙ্গিকমালা। মূলত সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে বিষয়, প্রকরণ ও দৃষ্টি-ভঙ্গি।

Discussion
ছোটগল্প একই সঙ্গে সমাজ-সত্য ও শিল্পসত্যকে ধারণ করে। এই সাহিত্য শাখা সূক্ষ্ম কৌশলে, পরিমিত ভাষ্যে, চকিতে প্রতিভাত করে চিরন্তন জীবন-সত্য। জীবনসত্যের দায়বদ্ধতায় ছোটগল্পের বিষয়-আঙ্গিকে প্রকটিত হয় বিচিত্র প্রবণতা, আকর্ষণীয়তা ও চমৎকারিত্ব। বস্তুত ছোটগল্পের তাৎপর্য নিহিত থাকে তার বিষয়-প্রকরণ, গল্পভাষায়, উপস্থাপনায়। ছোটগল্পের এমন স্বভাব ও স্বরূপ উপলব্ধি করে সাহিত্য-সমালোচকরা নানা সূত্রের সন্ধান করেন। যেমন, ছোটগল্পের বহুবিধ রূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ করে ন্যাথানিয়েল হথর্ন বলেছিলেন 'Nothing Special', কিন্তু আন্তন চেকভের কাছে তা-ই হয়ে উঠে 'Reject Nothing'। ছোটগল্পে লক্ষ্যভেদী, সংযত এবং সংহত অনিবার্য গতি প্রসঙ্গে এড্‌গার এলান পো বলেছেন—

> "In the whole composition there should be no word written, of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design."[১]

এই 'One pre-established design' অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পিত সংরূপ' থাকবে লেখকের মনে, এবং গল্পের কোন ঘটনা, কোন অংশই সেই সংরূপ কল্পনার বহির্ভূত হবে না। প্রধানত অবয়ব নির্মাণের বিষয়টি ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লেখকের জীবনদৃষ্টি (Point of view) ও ব্যক্তি সঙ্কটের ওপর জোর দিয়েছেলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় -

> "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ যা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[২]

বিশিষ্ট ছোটগল্পকারদের উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতামত থেকে স্পষ্ট হল, ছোটগল্পের উপাদান, প্রকৃতি ও গঠনগত ধারণা। অর্থাৎ সাধারণত 'ছোটগল্প' শীর্ষক শাখায় থাকবে নিটোল কাহিনি বা আখ্যান বিন্যাসের একমুখিনতা, রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত (One single vivid effect), জীবনের প্রত্যক্ষতা, এবং বহুমুখী ব্যঞ্জনাধর্মী সমাপ্তি। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে নিটোল আখ্যানের প্রাধান্য ক্রমশ ফিকে হয়ে গেছে।

বস্তুত নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় ছোটগল্পকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। চালা ঘরের বহুবিধ ফুটো-ফাটা দিয়ে সময়, সমাজ, রাজনীতি, ব্যক্তিত্ব, অসঙ্গতি, ভণ্ডামি, ভ্রষ্টাচার, মনের চেতন-অবচেতনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা-দ্বন্দ্ব-সংকট প্রবণতাকে নিরীক্ষণ, প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে আন্দোলিত করে চলেছে ছোটগল্প। তাই বিচিত্র কথকতার অনুসন্ধানে কখনো অবয়বের অদল-বদল, কখনো মুখের বুলির উচাটান-ফিসফিসানি-নীরব চাহনির অনুষঙ্গে ছোটগল্পের শৈলীতে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। পরিবর্তনশীল সময়কে বুঝতে, সমাজকে চিনতে গল্পকার তাঁর কথনবিশ্ব নির্মাণ করেন। কথাকার দেবেশ রায়ের সচেতন উপলব্ধি, কোনো শিল্পী তাঁর সৃষ্টির উপকরণ বা মালমসলা কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করলেন বড়ো কথা নয়, যেটা বড় কথা হল কীভাবে তা পরিবেশন করবেন। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমাগত যে রূপবদল, বিষয় ও প্রকরণের অন্তর্বয়ন; কথনের বিচিত্র শৈলী—এ সবই কালান্তরের স্বাক্ষরবাহী চিহ্ন।

বাংলা ছোটগল্পের নান্দীকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছোটগল্পে দেখা যায় বিষয় ও আঙ্গিকের নানা বৈচিত্র্য। তিনি যেমন পণপ্রথা নিয়ে গল্প লিখেছেন, তেমনি নারীর স্বাধিকার, মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্ব সচেতনতার চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর বিষয় ভাবনায়। প্রথা-সংস্কার, নারী নির্যাতন ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংঘাত('শাস্তি', 'পয়লা নম্বর', 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী'); প্রেম ও মনস্তত্ত্ব ('একরাত্রি', 'সমাপ্তি', 'মহামায়া'); প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ('সুভা', 'বলাই', 'ছুটি'); অতিপ্রাকৃত-আধিভৌতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ('কঙ্কাল', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'জীবিত ও মৃত') ইত্যাদি বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গল্পবিশ্ব। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছিলেন 'দেনাপাওনা'য়। বিষয়ে ও উপস্থাপনে নারীর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই-কথা ফুটে উঠেছে 'স্ত্রীর পত্র'-এ। 'পয়লা নম্বর'-এর নায়িকা অনিলা শুধু স্বামীকে নয়, অবহেলিত নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাতে উৎসুক পুরুষকেও যোগ্য জবাব দিয়েছে। গল্পের অন্তিমে উভয়কে চিঠি দিয়ে অনিলা, নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ তুলে ধরেছে,

> "আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"[৩]

আধিভৌতিক আবহনির্ভর ছোটগল্প হল 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত', 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এক অশরীরী আত্মা তথা ব্যর্থ নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের আখ্যান হল 'কঙ্কাল'। এই গল্পে দু'ধরনের উপস্থাপন ভঙ্গি লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে কথক 'আমি' বক্তা, পাঠক হল শ্রোতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে গল্পের নায়িকা বক্তা, আর গল্পকথক হল শ্রোতা। জমিদার শ্রেণির প্রতারণা ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার দ্বন্দ্ব-ই হল 'জীবিত ও মৃত' গল্পের মুখ্য কথাবস্তু। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে গাঁ-ছমছম করা রোমাঞ্চকর পরিবেশে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন নারীর প্রেম, ব্যর্থতা ও মুক্তির আকুতি। গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে গল্প বলার ঢঙে। মধ্যরাতে এক রেল-ওয়েটিং রুমে গল্পকথক এক অপরিচিত ব্যক্তিকে গল্পটি শুনিয়েছে। প্রকৃতি-

মানুষের নিবিড় সম্পর্ক নির্ভর ছোটগল্প হল 'সুভা', 'ছুটি', 'বলাই' ইত্যাদি। মূক-বধির কন্যা সুভা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। সুভার অন্তরের ব্যথা-বেদনার আভাস প্রকৃতির হিল্লোলে, কল্লোলে; নক্ষত্রের মিটিমিটি আলোয়, গাছের ছায়ায় ভেসে উঠেছে। প্রকৃতির মতো সুভাও মূক-বধির। সুভা ছাড়াও প্রকৃতির সন্তান ও প্রকৃতির কোলে প্রতিপালিত চরিত্র হল ফটিক(ছুটি), তারাপদ(অতিথি) ও বলাই (বলাই)। প্রকৃতি-ই তাদের প্রাণ ও মনের আনন্দ। প্রকৃতি ছাড়া তারা জলহীন ডাঙার মাছের মতো অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন। শহরে বদ্ধ জীবনে গ্রাম-প্রকৃতির কোলে পালিত ফটিক শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তারাপদ মুক্তি খুঁজেছে ঘরের বাঁধনে নয়, দিগন্তের পরপারে। এই জাতীয় গল্পগুলি কাব্যময় ভাষা ও বর্ণনাত্মকরীতিতে কাঠামো লাভ করেছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হল : প্রেম ও মনস্তত্ত্ব। যেমন— 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নষ্টনীড়' ইত্যাদি। প্রেমের ব্যর্থতা, মৌনতা; আবার প্রেমকে কেন্দ্র করে নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ঘটেছে ক্ষেত্র বিশেষে। ত্যাগ ও পূজার মাধ্যমে প্রেমের সন্ধান আছে 'একরাত্রি'তে। নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটেছে 'সমাপ্তি', 'নষ্টনীড়'-এ। নাট্যধর্মী উপস্থাপনরীতি এই শ্রেণির গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের বিষয় ও উপস্থাপনরীতির বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বের ছোটগল্পেও দেখা যায়। যেমন- 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি'। এই সমস্ত ছোটগল্পের বিষয় ও বিন্যাসে যুক্তি-বুদ্ধি ও মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'রবিবার' গল্পে অভীক বিভার রূপে-গুণে মুগ্ধ, প্রেমাসক্ত। অপরদিকে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারে বড়ো হয়ে ওঠা বিভা নাস্তিক অভীককে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। নাস্তিক অভীক ও আস্তিক বিভা পরস্পর তর্ক করেছে। বিভা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পিতৃ-সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে প্রেমের আগুনে পুড়েছে। অভীক পিতৃ-সংস্কার, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যক্তির মন-মনন-নিজস্বতাকে আঁকড়ে ধরেছে। দুই দিক থেকে গল্পকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'শেষকথা'য় অচিরা ও নবীনমাধব পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে আত্ম-অন্বেষণে সক্রিয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে নারীর মন ও মননের স্বাধীনতাই হল গল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য। তাই অধ্যাপক চৌধুরীর প্রতি সোহিনীর আকর্ষণ, অপরদিকে নন্দকিশোরের সঙ্গে নীলার দেহজ প্রেম গল্পটিকে আধুনিক মাত্রা দিয়েছে। প্রথম পুরুষের বিবৃতি ও বর্ণনায়, নাটকীয় সংলাপে ও চকিত-প্রতি-প্রশ্নে এই পর্বের রবীন্দ্রগল্পে উন্মোচিত হয়েছে আধুনিক নরনারীর জটিল সম্পর্কের নানা রূপ ও বিচিত্র প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ও অনুসরণে যাঁরা ছোটগল্প লেখা শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অন্যতম। বিষয় ও উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও তিনি বাংলা ছোটগল্পে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বিষয়গুলি হল—ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার ('দেবী'), প্রেম-স্নেহ-মমতা ও নিষ্ঠার দ্বন্দ্ব ('কাশীবাসিনী', 'ফুলের মূল্য', 'মাতৃহীন'); নারী জীবনের যন্ত্রণা ও মর্যাদা ('রসময়ীর রসিকতা'); মনুষ্যেতর জীবের প্রতি সংবেদনা ('আদরিণী'), স্বদেশ ভাবনা প্রভৃতি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'দেবী'। ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারই এই গল্পের মুখ্য ভাববস্তু। উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর অন্ধ বিশ্বাসে দয়াময়ীকে দেবীর আসনে বসিয়েছে। কিন্তু রক্ত-মাংসের দয়াময়ী চেয়েছে স্বামী-সংসার। শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ দয়াময়ীর জীবন-যন্ত্রণায় বেছে নিয়েছে মৃত্যু। বর্ণনাত্মক কথন ও সহজ-সাবলীল ভাষায় এই গল্পের কাঠামো গড়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশ্রেণির মানুষের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। গ্রাম-বাংলার দলাদলি, ভণ্ডামি ও শ্রেণি বৈষম্য তাঁর ছোটগল্পের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকাশিত হয়েছে হৃদয়বত্তা ও সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেম-ভাবাবেগ। নারী চিত্র অঙ্কনে ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র স্নেহ-মমতাময়ী নারীর জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ভাবনায় নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশিত। যেমন : সামাজিক সংস্কার কেন্দ্রিক ('একাদশী বৈরাগী'); নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ('কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'পথ নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'মেজদিদি' ইত্যাদি), সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ('মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ') ইত্যাদি। ছোটগল্প নির্মাণে থাকে তীক্ষ্ণ-তির্যক একমুখীন অগ্রগতি, নাটকীয়তা ও ব্যঞ্জনাধর্মী পরিসমাপ্তি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সমাপ্তিতে পাঠকের মনে কোনো জিজ্ঞাসা থেকে না। থাকে পরিপূর্ণ আখ্যানের স্বাদ তথা জীবনের ভাষ্য('স্বামী', অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী' ইত্যাদি)। বর্ণনায়

ও বিবৃতিতে গল্পকার শরৎচন্দ্র প্রথম পুরুষে আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। জাত-পাত, শ্রেণি ও ধর্মের আবহে চরিত্রগুলি জীবন্ত। আবেগ মথিত বেদনার ছটাও তাঁর গল্পের অন্যতম শৈল্পিক লক্ষণ।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রথম স্বাধীন যৌনচর্চা ও স্বচ্ছ মননের প্রকাশ ঘটেছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কলমে। তাঁর লেখায় কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল না; বরং তিনি ছিলেন কল্লোলের পূর্ববর্তী। তাঁর 'শুভা' (১৯১৮) ছোটগল্পের নায়িকা ঠান্‌দি, স্বামীর সংসারে থেকেও মুক্ত কণ্ঠে জানিয়েছে দেবর শচীকান্তের প্রতি তাঁর রাগ-অনুরাগ ও যৌনতার কথা। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও ঠান্‌দির কণ্ঠ ছিল উন্মুক্ত। এক বিধবার কণ্ঠে মুক্ত যৌন চিন্তার প্রকাশ বাংলা ছোটগল্পে এই প্রথম। 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুর প্রেম ছিল কিন্তু বিদ্রোহ ছিল না। সমাজের অনুশাসন ও রীতিকে তোয়াক্কা না করে বিধবা নারীর অবস্থান থেকে ঠান্‌দি প্রেম ও যৌনতার টানাপোড়েনকে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছে; প্রসঙ্গত বলা যায় ঠান্‌দির উন্মুক্ত প্রেমের অভিব্যক্তি যেন বাংলা ছোটগল্পের ধারায় যৌন-চিন্তা-চর্চার প্রথম আত্মমুক্তির প্রয়াস।

কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন-সমস্যা অবলম্বনে তাঁর ছোটগল্প গড়ে উঠেছে। বিচিত্র বিষয়ভাবনা দেখা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পবিশ্বে। যেমন- দাম্পত্য জীবন-সমস্যা ('শুধু কেরানী', 'স্টোভ'); মানবিক মূল্যবোধ ও মূল্যবোধ-হীনতার দ্বন্দ্ব ('সাগর সংগম', 'মহানগর'); অস্তিত্বের বিচিত্রসংকট ('মোটবারো', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে'); যুদ্ধকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, সংশয়, দুরাবস্থা ('চিরদিনের ইতিহাস', 'ময়ূরাক্ষী', 'ভিজে বারুদ') ইত্যাদি।

নিম্নবিত্ত সাধারণ নরনারীর গল্প 'শুধু কেরানী'। কেরানী-দম্পতি পরস্পরকে ভালবাসে। তাদের মনে-প্রাণে ছিল বাঁচার আকুতি। কিন্তু তীব্র অর্থ কষ্ট, দারিদ্র্য, অশান্তি তাদের সুস্থ দাম্পত্যকে ক্রমশ বিষিয়ে দিয়েছে; সলজ্জ মমতাময়ী মেয়েটির প্রাণ-ও কেড়ে নিয়েছে। পরিণামে তাদের ভঙ্গুর দাম্পত্য 'পাখির নীড়' হয়ে উঠেছে। 'স্টোভ' গল্পে অর্থ-সংকটে শশিভূষণ ও মল্লিকার প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু প্রেমের টান, অনুভূতির গাঢ়তা, পরস্পরকে কাছে না-পাওয়ার বিচ্ছেদ-বেদনা, উভয়কে দগ্ধ করেছে। বিবাহিত শশিভূষণের বাড়িতে একদিন হাজির হয় প্রাক্তন প্রেমিকা মল্লিকা। গল্পে দেখা দেয় চূড়ান্ত মুহূর্ত—পুরনো ভাঙা 'স্টোভ'-এর মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে শশিভূষণ-মল্লিকা-বাসন্তীর অন্তরের সুপ্ত ক্ষোভ, টানাপোড়েন ও অন্তর্দহনের জ্যান্ত আগুন। এই শ্রেণির গল্পগুলি প্রথম পুরুষের বিবৃতি। চিত্রকল্প ও প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত –

"তখন কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।"[৪]

সৃজন সংকট, বিচ্ছেদ ও একরাশ হতাশা নিয়েই জীবন। শতবিচ্ছেদের মাঝে মানুষের প্রেম, ভালবাসা কখনো কখনো জাতিগত ভেদাভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তুচ্ছ করে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় পরস্পরের দিকে। মানুষ, মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এমন মূল্যবোধ চর্চার অন্যতম গল্প হল 'সাগর সংগম'। মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা ও সুস্থ বেঁচে থাকার অন্যতম নকশা হল নগর সভ্যতা। আফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্ম সূত্রে, শহরে-নগরে-বন্দরে-ফেরিঘাটে মানুষের রোজকার আনাগোনা লেগেই থাকে। আবার নগরীতে ঘটে দুর্নীতি, চোরাকারবার, শ্রমিক শোষণ, পতিতা বৃত্তির মতো একাধিক নেতিবাচক কাজকর্ম। মহানগরের জীবন জটিলতা ভেঙে দিয়েছে রতনের সরল বিশ্বাস 'মহানগর'। তাঁর ছোটগল্পের পরিণতিতে থাকে বিপরীত ভাবের উদ্ভাসন। তাই রক্ষণশীল দাক্ষায়ণী, পতিতা ঘরের মেয়ে বাতাসিকে কন্যার স্বীকৃতি দেয়। দাক্ষায়ণীর মধ্যে মাতৃত্বের উদয় ঘটে ('সাগর সংগম')। বেঁচে থাকার আকুতি থেকে চরিত্রের মানসিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, কোথাও চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনা দেখা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে। আর্থিক অনটন, নাগরিক স্বার্থপরতা ও সমাজের নিষ্ঠুর শাসনে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নভঙ্গ ('শুধু কেরানী', 'সংসার সীমান্তে', 'মহানগর' ইত্যাদি) হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পমালার মুখ্য উপজীব্য। হতাশা, দারিদ্র্য, মানসিক-আর্থিক সংকটের টানাপোড়েনে মানবিক চেতনার বিচিত্র স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে কোনো কোনো গল্পে('পুন্নাম', 'ভবিষ্যতের ভার', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ইত্যাদি)। তাঁর ছোটগল্পগুলি সাধারণত প্রথম পুরুষের

জবানিতে বিবৃত এবং কাহিনি পরিণতিমুখী ও গতিশীল। 'তবুও', 'হয়তো' ইত্যাদি সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহারে গল্পের আখ্যানে সংশয়, হতাশা, দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার বাতাবরণ তৈরি করেছেন গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। চিত্রকল্প ও প্রমুখন-এর ব্যবহারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের ভাষা হয়েছে গদ্যকাব্যধর্মী। দৃষ্টান্ত—

> "আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।"[৫]

কল্লোলীয় ভাবধারায় দীক্ষিত কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর লেখনির বৈশিষ্ট্য হল কল্লোলীয় বিদ্রোহ, প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি ও কবি সুলভ রোমান্টিকতা। 'কবি-প্রতিভা'-র কল্পনা, আবেগ ও আত্মানুসন্ধানে তিনি যৌনতার প্রশ্ন-চিহ্নিত নানা বিষয়, তার নগ্নরূপ ও উন্মাদনাকে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পে। অপরদিকে পরাধীন ভারতবর্ষ, বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকটে দ্বিধা-বিভক্ত, হতাশ-বিচ্ছিন্ন, সমস্যা-জর্জরিত মানুষের অবস্থা ও বিপন্নতাকে তিনি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে ফুটিয়েছেন গল্পবস্তুতে। মানুষের 'কাঠ-খড়-কেরোসিন'-এর দাবির সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের যোগসূত্র তিনি অনুধাবন করেছেন। ফলে তাঁর ছোটগল্পে হিন্দু-মুসলিম, হাড়ি-মুচি-ডোম, চাষি, জেলে-মালো, সারেঙ প্রভৃতি নিম্নবিত্ত তথা সর্বহারা মানুষের ভিড় সতত সচল। তাঁর গল্পবিশ্বে বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যাপক ও বহুমুখী। যেমন : যৌনচেতনা ('বেদে', 'টুটাফুটা', 'ইতি'); যৌবনের হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গ ('দুইবার রাজা','যে কে সে'); নিম্নবিত্তের বেঁচে থাকার সংকট('যতন বিবি', 'সারেঙ', 'হাড়ি মুচি ডোম', 'কাঠ খড় কেরোসিন'); বৈষম্য-মন্বন্তর ও দাঙ্গা ('কালনাগ', 'বস্ত্র', 'কালোরক্ত', 'বৃত্তশেষ') ইত্যাদি নানা জীবন-লগ্ন জিজ্ঞাসা অবলম্বনে ছোটগল্প লিখেছেন গল্পকার। উপস্থাপন ও আঙ্গিকরীতির ক্ষেত্রেও তাঁর ছোটগল্পে লক্ষ করা যায় বিদ্রোহের আঁচ। ফলে কল্লোলীয় ভাবধারা অনুসারে তাঁর ছোটগল্পের ভাষা কাব্যময়, আর উপস্থাপনরীতি হয়েছে নাটকীয়, কখনো কখনো অভিনব।

ভাবধারার বৈশিষ্ট্য তাঁর ছোটগল্পে থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নন জগদীশ গুপ্ত। কল্যাণ, নৈতিকতা, আশাবাদী জীবনের পরিবর্তে নির্মম, নির্মোহ ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জগৎ-জীবনকে দেখেছেন তিনি। গ্রাম-বাংলার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি পরিবেশ নয়, ব্যক্তি মনের জটিল রহস্যকে উদ্ঘাটন করেছেন। মানুষের আদিমতা ও হিংস্রতা মানুষকে ঠেলে দেয় অন্ধকারের সীমাহীন শূন্যতায়। অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষুধার্ত বাঘের মতো মানুষকে তাড়া করে বেড়ায় যৌনতার ক্ষুধা-বাসনা ও অতৃপ্তিবোধ। যৌনতা কোনো উচ্ছৃঙ্খল বা ভ্রান্তি নয়, বরং সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সাধারণ দাবি। কিন্তু যৌন অসংযম, হিংস্র ও আদিমতা ব্যক্তি-জীবনে কীভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও উন্মাদ করে তোলে তারই বিবিধ প্রশ্ন গল্পকার জগদীশ গুপ্ত তুলে ধরেছেন পাঠকের সচেতন জগৎ থেকে অবচেতনের অন্তরালে। অবশ্য মানুষের বিপিন্নতার জন্য তিনি দায়ি করেছেন নিয়তিকে। নিয়তির রহস্যময়তা আর মানুষের জটিল জীবনের বিশ্লেষণে প্রকৃতিবাদী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। সংশয় ও অবিশ্বাস; হতাশা ও বিষণ্ণতার সুরে আলো-আঁধারীর রহস্যম্যতা নিয়ে তাঁর ছোটগল্পবিশ্ব। বিষয়ভিত্তিক তাঁর ছোটগল্পগুলি বৈচিত্র্যময়। যথা—পারিবারিক সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প ('পামর', 'লোকনাথের তামসিকতা', 'পয়োমুখম' ইত্যাদি); নিয়তি তাড়িত ছোটগল্প ('দিবসের শেষে', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'হাড়', ইত্যাদি); মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন-জটিল ছোটগল্প('চন্দ্র-সূর্য যতোদিন', 'আদি কথার একটি', 'অরূপের রাস' ইত্যাদি) প্রভৃতি। উপস্থাপনের দিক থেকে কল্লোল গোষ্ঠীর রোমান্টিক ভাবালুতা, কাব্যময়তা জগদীশ গুপ্তের গল্পে নেই। কথোপকথন ও চরিত্রের ভাষা চলিত ভাষা হলেও বিবৃতি ও বর্ণনায় সাধুভাষার ব্যবহার হয়েছে। প্রথম পুরুষের কথন রীতি যেমন আছে তেমনি অনেক গল্প উত্তম পুরুষের কথন ভিত্তিক।
দৃষ্টান্ত –

> "ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ...আমি তৃপ্ত।"[৬]

বিষয়, চরিত্র ও ভাবের একমুখিনতা তার গল্পবিশ্ব করে তুলেছে বর্ণময়, আকর্ষণীয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্লোলের কালে আবির্ভূত হলেও তিনি ছিলেন ভিন্ন ঘরানার কথাকার। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দেশকালের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা ও মানুষের বিপর্যস্ত জীবন যাপনের বিপরীতে সহজ, সরল মানবীয় সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে জীবনের সত্যকে খুঁজেছেন। তিনি মানুষ ও প্রকৃতিকে আলাদা করে দেখেন নি। বরং প্রকৃতি ও মানুষকে একে অপরের পরিপূরক রূপে উপস্থাপন করেছেন। সৌন্দর্যের সাধক, প্রকৃতির সন্তান বিভূতিভূষণ বিশেষ সময়-কাল-অবস্থানকে অতিক্রম করে চিরকালীন সমাজকে, মানুষের মন-জীবনের আনন্দকে তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তিনি রোমান্টিক নন, বাস্তববাদী লেখক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চরিত্রকে প্রকৃতির কন্যা রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার প্রকৃতির রহস্য অস্তিত্বের সন্ধানে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়েছেন। হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের বিষণ্ণ জীবনে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন মানবিকতায়, স্নেহ ও ভালোবাসায়। তাঁর ছোটগল্পে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক। তিনি বিভিন্ন বিষয় নির্ভর ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন- নারী ও প্রকৃতি নিবিড় সম্পর্ক কেন্দ্রিক ছোটগল্প('পুঁইমাচা', 'মৌরীফুল', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' ইত্যাদি); আধ্যাত্মিক চেতনারগল্প ('মেঘমল্লার', 'নাস্তিক', 'কুশল পাহাড়ী' ইত্যাদি); সুখ-দুঃখ ও মানবিক মূল্যবোধের গল্প ('কিন্নর দল', 'আহ্বান', 'বিপদ') প্রভৃতি। আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত নিটোল গল্প বয়ান বিভূতিভূষণের গল্পের ভিত্তি। প্রথম পুরুষের কথনরীতিতে গল্পগুলি বিন্যস্ত। বিষয় বাস্তবধর্মী। ফ্ল্যাশ-ব্যাকরীতিতে দেখা যায় নস্টালজিয়া আবহ। চরিত্রের চিন্তা ও স্মৃতিরোমন্থের মাধ্যমে ঘটনার বিবৃতি করা তাঁর গল্পরীতির আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্পের বিবৃতি ও ব্যাখ্যায় তিনি মনস্তত্ব, লোকবিশ্বাস গেঁথে দেন। তাঁর গল্পে নামকরণে লুকিয়ে থাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা ও গভীর তাৎপর্য। প্রতীক ও প্রতিমাধর্মী গদ্যভাষা তাঁর গল্পবিশ্বের চিত্তাকর্ষক শৈল্পিক উপাদান।

ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের কথাশিল্পী। আদিম প্রবৃত্তির বীভৎস, নিষ্ঠুর, নির্মম জীবনলীলা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের আলো-বাতাস ও মানুষের কর্ম-ধর্ম-বর্ণ বিশ্বাসও বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রবৃত্তির বিচিত্র ছলা-কলা প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু আদিম জনজাতি নয়, মূলত রাঢ়-বাংলার সর্বস্তরের মানুষ তারাশঙ্করের ছোটগল্পে উপস্থিত। বৈষ্ণব, বাউল, বেদে, ডোম, বাউরী প্রভৃতি লোকায়ত জীবনের জৈবিক-লীলার পাশে সভ্য ভদ্র ও অবক্ষয়িত চেতনায় জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত নারনারীও তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী। তিনি সর্বকালের ও সর্বশ্রেণির কথাকার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়েই তিনি আদিম ও জৈবিক প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন দেশজ-ভাষা সংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবন- যাপনে। বিচিত্র বিষয় উঠে এসেছে তাঁর গল্পবিশ্বে। যেমন—আদিমতা ও নিয়তিনির্ভর ছোটগল্প, ('তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী' ইত্যাদি); সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্বের গল্প ('জলসাঘর', 'রায়বাড়ি' ইত্যাদি); আঞ্চলিক জীবন ও সংস্কৃতির গল্প('পৌষলক্ষ্মী', 'অগ্রদানী', 'ইমারত', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'ডাক হরকরা', 'বাউল', 'যাদুকরী', 'ডাইনি' ইত্যাদি); মনুষ্যেতর ছোটগল্প ('কালাপাহাড়', 'গাবিন সিংয়ের ঘোড়া' ইত্যাদি); আধ্যাত্মিকচেতনার গল্প('কবি', 'বোবাকান্না', 'দেবতার ব্যাধি', 'কামধেনু', 'শিলাসন' ইত্যাদি) প্রভৃতি। সাপুড়ে জাতের দল গ্রামে আসে, ভিক্ষে করে, সাপ নাচায় (সাপুড়ে); বাউল মানুষ পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো বহির্বাস। বাউলের আগে হাসি পরে কথা। কাঁধে ঝুলি হাতে একতারা। ভাবে ও ভাষায় চরিত্রমালা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। যেমন—

> "জ্বলন্ত আগুনে হিসহিস করা শব্দের মতো রাধা খিলখিল করে হেসে বলেছে—'মরুক বুড়া পুড়্যা'।"[৭]

কাহিনির ধারাবাহিকতায়, আদিম জীবনের বীভৎসতায়, তারাশঙ্করের ছোটগল্প নাটকীয় ও মহাকাব্যিক আদলে নান্দনিক মাত্রা লাভ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'কল্লোল'-এর বাইরের লেখক। তাঁর গল্পজীবনকে সমালোচকরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—মার্কসীয় ভাবাদর্শন গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্ব। প্রথম পর্বের গল্পে ব্যক্তির যৌনতা, মনের বিকৃতি তথা জৈব চেতনার রকমারি রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সময়-সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে চালিত-আবর্তিত শ্রেণি পরিচয়ে স্বীকৃত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের নরনারীর জীবন সমস্যা, অস্তিত্বের সংকট ও সমষ্টির সংগ্রাম-জাগরণের ইতিবৃত্ত তাঁর ছোটগল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। আমজনতার বেঁচে থাকা কিংবা বাঁচিয়ে রাখার আকুতি থেকেই তিনি যেন গল্প রচনায়

অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাই তিনি জীবন সত্য-রূপ দর্শনে উন্মুখর। দৃষ্টি-ভঙ্গি বদল হয় তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ভাবনায় লাগে পরিবর্তনের ছোঁয়া। বিষয় ভিত্তিক তাঁর ছোটগল্পে আছে নানা বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতার স্বরাগম। যেমন— জীবনের আদিম ও মনঃসমীক্ষণ নির্ভর ছোটগল্প ('প্রাগৈতিহাসিক' ও 'সরীসৃপ' ইত্যাদি), অস্তিত্বের সংকট ও মূল্যবোধের ছোটগল্প('শিল্পী', 'দুঃশাসনীয়', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' ইত্যাদি); রাজনৈতিক সচেতন ও শ্রেণি-চেতনার ছোটগল্প ('ছোটবকুলপুরের যাত্রী' ও 'হারানের নাতজামাই' ইত্যাদি)। মানিক, তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে, দ্বিতীয় পর্বে শ্রেণি তথা সমষ্টির চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ নিষ্ঠা তাঁর ছোটগল্পের ভাষা ও রচনারীতিতে স্পষ্ট। কথন কৌশলে প্রথম পুরুষের বিবৃতি ও বর্ণনায় আখ্যান বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি গল্প জীবনসত্যের আলোয় উদ্ভাসিত। দার্শনিকযুক্তি-বুদ্ধির সূক্ষ্ম মেধা-মননে নির্মিত। গল্পের সমাপ্তি প্রতীকধর্মী ও ব্যঞ্জনাময়। দৃষ্টান্ত –

> "এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেওয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুঝতে হয় না— চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।"[৮]

বাস্তববাদী গল্পকার হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। তাঁর ছোটগল্পে রক্ত-মাংস ও মানুষের আকাড়া। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতি তাঁর ছোটগল্পের খণ্ড খণ্ড জীবন। তিনি কল্লোলীয় রোমান্টিক ও রবীন্দ্র বিরোধী লেখক নন। বরং তিনি জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী ও অনুসন্ধানী গল্পকার। মুগ্ধ পথিকের মতো জীবন সম্পর্কে একের পর এক সাজিয়ে তোলেন বিস্ময়-জিজ্ঞাসা। বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্পবিশ্বের আঁধারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন— নর-নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প('যুগল স্বপ্ন', 'অদ্বিতীয়', 'সাজাহান', 'তাজমহল' ইত্যাদি); মানবিক চেতনার ছোটগল্প ('তিলোত্তমা', 'ছোটলোক', 'শ্রীপতি সামন্ত', 'আইন', ইত্যাদি)। কয়েকটি বাক্যে গল্প উপস্থাপন, ব্যঞ্জনাধর্মী নাটকীয় চমক, 'আমি'-র কথনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাদ ইত্যাদি হল তাঁর ছোটগল্পের রচনারীতির স্বাভাবিক নজরকাড়া লক্ষণ।

চল্লিশের দশকের অন্যতম গল্পকার হলেন সুবোধ ঘোষ। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পের ভিত্তিভূমি। নাগরিক ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে তিনি গল্প লিখেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, জীবন-সংগ্রাম ও ব্যর্থতার ছবি-কথা নিয়েই তাঁর গল্পমালায়। যেমন- মধ্যবিত্ত জীবনের স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা কেন্দ্রিক ছোটগল্প('ফসিল', 'সুন্দরম্', 'গোত্রান্তর', 'পরশুরামের কুঠার', 'বারবধূ' ইত্যাদি); ইতিহাস ও জীবনের সংঘাত কেন্দ্রিক ছোটগল্প ('শিবালয়', 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'কর্ণফুলির ডাক' ইত্যাদি); নরনারীর নিঃসঙ্গ জীবনের ছোটগল্প ('শুক্লাভিসার', 'থিরবিজুরী', 'ঠগিনী', 'ভোরের মালতি', 'হরিণী মেয়ে', 'গরল-অমিয় ভেল' ইত্যাদি) প্রভৃতি। নিরীহ শ্রমিকের প্রাণ কীভাবে লাশ পরিণত হয়, তারই প্রত্ন আবিষ্কার 'ফসিল'। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৌন্দর্য চর্চার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে লোভ-লালসা, যৌনতার কুৎসিত রুচি-মানসিকতা 'সুন্দরম্'। কৈলাস ডাক্তার ও তার ছেলে সুকুমার সৌন্দর্যের মূলে যৌন-লালসার, ভণ্ডামি-মিথ্যাচার। তাই ডাক্তারের সহকারী যদু ডোম ব্যঙ্গ করে বলেছে—

> "—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।" [৯]

মধ্যবিত্ত জীবনের গল্পশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, বস্ত্র সংকট, দাঙ্গা, স্বাধীনোত্তর উদ্বাস্তু জীবন সমস্যা, খাদ্য সংকট, সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয়ের অভিঘাতে জর্জরিত মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নির্ভর ছোটগল্প রচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যেমন—প্রেমের গল্প ('মহাশ্বেতা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'হলদে বাড়ি', 'রস', 'চাঁদমিঞা', মলাটের রঙ', 'ভালোবাসা' ইত্যাদি); মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট নির্ভর ছোটগল্প ('চড়াই উৎরাই', 'বিকল্প', 'আবরণ', 'অবতরণিকা', 'এক পো দুধ', 'দশ টাকার নোট', 'জামা', 'মুখোস' ইত্যাদি); যুদ্ধনির্ভর ছোটগল্প ('পুনশ্চ'); দাঙ্গার গল্প ('পতাকা', 'পালঙ্ক' ইত্যাদি); দেশ-ভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প ('মদনভস্ম', 'হেডমাস্টার', 'ফেরিওয়ালা', 'কাঠ গোলাপ' ইত্যাদি); নাগরিক জীবনের ছোটগল্প ('টিকিট', 'শাল', 'টর্চ' ইত্যাদি); যৌন কামনা-বাসনা নির্ভর ছোটগল্প ('ঘাস', 'পার্শ্বচর' প্রভৃতি); নারীর জীবন সংগ্রামের ছোটগল্প ('অভিনেত্রী', 'সেতার', 'স্বাধিকার', 'রাণু যদি না হ'তো', 'হেডমিস্ট্রেস' ইত্যাদি); নিঃসঙ্গ ও নৈরাশ্যের করুণ গল্প ('নিরুদ্দেশ', 'ফিরে

দেখা', 'বিকালের আলো' ইত্যাদি)। তিনি চরিত্রের চোখ দিয়ে জীবন-সমস্যাকে দেখেছেন। ফলে তাঁর গল্পবিশ্বে বিষয় নয়, ভাবের প্রাধান্য। নিটোল গঠন ও একমুখিনতা। কথকের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। তবে প্রথম ও উত্তম পুরুষ দুই রীতিতেই আখ্যান উপস্থাপিত। ভাষা সহজ-সরল অথচ লক্ষ্যমুখী ও ব্যঞ্জনাধর্মী। ছোট ছোট বাক্যে আখ্যান গতিশীল। ইঙ্গিতধর্মী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মহিমায় তাঁর ছোটগল্পমালায় সাধারণ ঘটনা বিষয়াতীত রম্যতা লাভ করেছে।

চলমান জীবনের কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবনের রূপ-কথা অবলম্বনে ছোটগল্প রচনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাঁওতাল পরগণা, রামগঙ্গা এস্টেটের অরণ্যভূমি, গ্রাম ও মফঃস্বল শহর প্রভৃতি তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি। বিষয়-বৈচিত্র্যে গল্পবিশ্ব আকর্ষণীয়। যেমন— যুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলন নির্ভর ছোটগল্প ('অপঘাত', 'রেকর্ড', 'ইতিহাস' ইত্যাদি); দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর কেন্দ্রিক ছোটগল্প('দুঃশাসন', 'নক্রচরিত', 'তীর্থযাত্রা', 'ভাঙা চশমা', 'হাড়' ইত্যাদি); দাঙ্গা ও সম্প্রীতির গল্প('ইজ্জৎ', 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' ইত্যাদি); দেশভাগের গল্প('তিতির', 'সীমান্ত', 'আবাদ' ইত্যাদি); উদ্বাস্তু ('বাইশে শ্রাবণ', শ্বেতকমল', 'শুভক্ষণ' ইত্যাই) শ্রেণি ও বৈষম্য নির্ভর ছোটগল্প ('সোনালী বাঘ', সৈনিক', কালনেমি', 'নীলা', 'ডিম', 'বীতংস' ইত্যাদি); রাজনীতিক ছোটগল্প ('পাইন', 'নতুন গান', 'ভাটিয়ালী', 'প্রতিপক্ষ' ইত্যাদি); ইতিহাস চেতনা('হাঁস', 'ইতিহাস', 'একটি শত্রুর কাহিনী', ইত্যাদি) দাম্পত্য সংকটের গল্প ('কাণ্ডারী', 'দিনটি', 'অমনোনীতা', 'অভিনয়', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি) মনস্তাত্ত্বিক ('বনতুলসী', 'কুয়াশা', 'সত্তা', বনবিড়াল', 'দুর্ঘটনা' 'কনে-দেখা আলো' ইত্যাদি); রোমান্টিক ও রোমান্সধর্মী ছোটগল্প ('ঘাসবন', 'হয়তো', 'বৃষ্টি', 'বন-জ্যোৎস্নায়, 'মদনভস্ম' ইত্যাদি); আদিম হিংস্রতা ও নিষ্ঠুর গল্প ('সাপের মাথায় মণি', 'অনুকম্প', 'টোপ' ইত্যাদি) প্রভৃতি। গল্পের ভিতরে গল্প তাঁর ছোটগল্প রচনার একটি বিশেষ দিক। বর্ণনায় রোমান্স ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে গল্পকার নির্মম ও বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেন। গল্পের প্লট নিটোল ও ব্যঞ্জনাধর্মী। ইঙ্গিতধর্মী বাচন বিন্যাস ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ।

মানুষের মনন ও কালচেতনার অনুসন্ধানী গল্পকার হলেন কমল(কুমার) মজুমদার। দেশ-কালের সংঘর্ষময় পরিসরে বসবাস করেও ইন্দ্রিয়চেতনার স্বাধীন জগতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন গল্পকার কমল মজুমদার। তাঁর গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর্থিক মন্দা, চরম বেকারত্ব, যুবক-যুবতীর হতাশা, যৌনতা ও একাকীত্ববোধ, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়-ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে। প্রচলিত বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁর গল্পের বিষয়-ভাবনা স্বতন্ত্র ও অভিনব। যেমন—শূন্যতা ও জীবনের দাবী নির্ভর ছোটগল্প ('লাল জুতো', 'মল্লিকা বাহার', 'তেইশ', 'গোলাপ সুন্দরী', 'মধু' ইত্যাদি) ব্যক্তি ও সমষ্টিচেতনার দ্বন্দ্বমূলক গল্প ('জল', 'কয়েদখানা', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'ফৌজ-ই-বন্দুক', 'লুপ্ত পূজাবিধি', আমোদ বোষ্টমী' ইত্যাদি); মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প('মধু', 'সমাহিত', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজ', 'বাঁচা' ইত্যাদি); ইতিহাস চেতনার গল্প ('খেলার বিচার', 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'কালই আততয়ী', 'প্রিনসেস্', 'বস্তি', 'বাড়িটা' ইত্যাদি); আত্ম-মুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার ছোটগল্প ('মতিলাল পাদরী', 'তাহাদের কথা', 'বাগান কেয়ারি', 'বাগান পরিধি' ইত্যাদি)। বিষয়ের সঙ্গে গল্পের আঙ্গিক ও ভাষানির্মাণে কমল (কুমার) মজুমদার যাদু শিল্পী। চিত্রশিল্পীর স্কেচ ও জল রঙের ছবি আঁকার মতো তিনি কথন ও ভাষার যাদু স্পর্শে রচনা করেছেন জীবনের রূপ-রঙ। দেশজ ভাষা, ভঙ্গিমা, ছড়া-গান-প্রবাদ-প্রবচন ও বিশ্বাস-সংস্কারে প্রতিটি চরিত্র, প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন যেন বহুবিধ জটিলতার সমষ্টি। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে, সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রিত সংলাপে দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার ঘটেছে। অপ্রচলিতভাবে বহুল অসমাপিকা ক্রিয়া ও যতি চিহ্ন যোগে, পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার কমিয়ে দীর্ঘ বাক্যে ছোটগল্পের গঠনে নতুনত্ব ফুটিয়েছেন ছোটগল্প কমল মজুমদার। ফলে তাঁর ছোটগল্পের রচনারীতিতে ভাবের আভিজাত্য ও সুদক্ষ ভাস্করের নন্দনদৃষ্টি প্রতিভাত হয়েছে।

> "জীবনে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির অংশীদার নারী-পুরুষ উভয়েই সমভাবে হলেও, এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি আছে, যাকে বলা মাত্র নারী কিংবা কেবলমাত্র পুরুষের। বিশেষত, সমাজে এবং পরিবারে নারীর পরিস্থিতি পুরুষের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে বিষয়ে নারী যেভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, প্রতিবাদ জানাতে পারেন, কোনো পুরুষের সেভাবে পারবেন না, নারীর অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির

> বর্ণমালা অনেকটাই পুরুষের অজানা থেকে যায় বলে। মেয়েদের লেখা গল্পে অনেক সময়ে তাই একটা স্বতন্ত্র স্বাদ থাকে।"[১০]

এদিক থেকে নারী লেখিকাদের ছোটগল্পে প্রতিভাত হয় ভিন্ন জীবন জিজ্ঞাসা, অভিজ্ঞতা, কৌতূহলের অভিজ্ঞান। তাঁদের কথনবিশ্বে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নারীদের জীবন যন্ত্রণা ও অচেনা অভিজ্ঞতার বিবরণ। নারী-পুরুষ একে-অপরের জীবনসঙ্গী। কিন্তু শাসনে, ক্ষমতায়নে, অধিকার ভোগে ও আধিপত্য বিস্তারে পুরুষ প্রথাগত ভাবে একছত্রাধিপতি। সংস্কৃত সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য নারী কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন; নারী-পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেই নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও বৈষম্যের শিকার। একই কারণে আধুনিক যুগেও বাংলা ছোটগল্প চর্চার সূচনা পর্বে লেখিকাদের শিক্ষা গ্রহণ ও সৃজন-লেখনি ছিল কঠিন সংগ্রামের বিষয়। পুরুষদের শাসন, বাল্য-বিবাহ, সংসার সামলানো, শিক্ষাহীন অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাওয়া নারী নিজের সত্তা, শ্রম-জেদ ও জীবনাভিজ্ঞতা দিয়ে ছোটগল্পের ধারায় কলম ধরে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, নিরুপমা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল প্রমুখ। বাংলা ছোটগল্পে প্রথম থেকেই লেখিকারা, নারী জীবনে বঞ্চনা, অত্যাচার, অবহেলা, অবমাননা, বৈধব্যের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। লেখিকাদের প্রতিবাদী সুর-স্বরে গড়ে উঠেছে 'নারীবাদী' আন্দোলন। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় লেখিকাদের কলমে ভিন্নদৃষ্টির সঙ্গে বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্পাঙ্গিকে ও নতুনত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম অবরোধবাসিনী নারী জীবনের কথা শোনা যার রাসসুন্দরী দেবীর রচনায় ও আত্মজীবনীতে। বাংলায় প্রথম মহিলা কথাকার হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে আছে পরিবারিক নারী জীবনের যন্ত্রণা, ক্ষোভ-দুঃখ, বঞ্চনা, মূঢ় সামাজিক রীতি-নীতি, ইতিহাস চেতনার নানা স্বর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো দিদি তথা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম 'নবকাহিনী' (১৮৯২) গল্পগ্রন্থ, প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' (১৮৯১)-র এক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় তিনি ছোটগল্প লিখেছেন। তৎকালীন সময়ে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের তোড়জোড় শুরু হলেও বাল্য-বিবাহ, বৈধব্য জীবন-যন্ত্রণা ক্ষেত্রে নারী জীবনের মুক্তি ঘটে নি। নারীরা যথাযোগ্য-সম্মান, স্বাধীনতা, মর্যাদা পায় নি। তাদের সংসারে-সমাজে প্রয়োজনের সামগ্রী হিসেবেই দেখা হয়েছে। তাঁর 'গহনা' গল্পে নায়িকা ভামিনী, গহনা স্বরূপ নলিনী ও তার পরিবারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের নির্মম ও নিষ্ঠুর গল্প 'লজ্জাবতী'। স্বামীদের বেহায়াপনা, প্রতারণা ও দ্বিচারিতার গল্প 'কেন'। 'যমুনা' গল্পে যমুনা প্রতারণার শিকার। যমুনার স্বামী জাতে বৈদ্য, যমুনা কায়স্থ, সামাজিক সংস্কারে তারা স্বামী-স্ত্রী হতে পারে না। বিয়ের প্রতিশ্রুতির নামে যমুনা হয়ে উঠেছে পুরুষের 'দাসী'। 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলি ব্যঞ্জনাধর্মী, কিন্তু আয়তনের দিক থেকে দীর্ঘ। কিন্তু উত্তমপুরুষের কথনরীতি ও নাটকীয়তা তাঁর ছোটগল্পে নান্দনিক মাত্রা যুক্ত করেছে। উপমা, লোককথা ও পুরাণনির্ভর প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি উপাদান ছোটগল্পে ব্যবহার করে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও ভারতীগোষ্ঠী লেখকদের মধ্যে একজন অন্যতম লেখিকা হলেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ে রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও তিনি রবীন্দ্রকে সরাসরি অনুকরণ করেন নি। তাঁর ছোটগল্প হল অবরোধবাসিনী নারী জীবনের আখ্যান। তাঁর ছোটগল্পে একদিকে সমাজ ও প্রথাগত অনুশাসন, অপরদিকে নারী জীবনের যন্ত্রণা ও বিপন্নতার কথা আছে। 'শুভবিবাহ' (১৯০৬) তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা ও নাটকীয়তার পরিবর্তে বিবৃতিধর্মী উপস্থাপন তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সমালোচিত ও প্রশংসিত লেখিকা হলেন নিরুপমা দেবী। 'সমকালীন ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তিনি সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে হৃদয়ের আবেগ, স্নেহ-মমতা দিয়েই জীবনকে দেখেছেন। তাঁর রক্ষণশীল জীবনাদর্শের সঙ্গে ছোটগল্পেও রক্ষণশীল সমাজ-মানস উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'প্রত্যাখ্যান'-এর মধ্যেই যেন চিরচরিত, অবরোধবাসিনী নারী জীবন থেকে বেরিয়ে

আসার একটা বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'নূতন পূজা' গল্পেও নারী হৃদয়ের রসবোধ ও সৌন্দর্য পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছোটগল্প অনেকটা নভেলেট জাতীয় 'বড়োগল্প'। কিন্তু বর্ণনার গুণে, ভাষার সরসতায় তাঁর ছোটগল্পগুলি আকর্ষণীয়।

সমাজ ও নারীদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া। তিনি বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান রাজস্থান, বারাণসীর ভৌগোলিক পটভূমিকায় একাধিক গল্প রচনা করেছেন। তিনি নানা বিষয়ে ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন—নারীর নিপীড়ন ও অত্যাচারের গল্প (বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল,' 'আরাবল্লীর আড়াল', 'সতী', 'সে ছেলেটা', 'গঙ্গাফড়িং' ইত্যাদি); সংস্কার ও জাতপাতনির্ভর ছোটগল্প ('দর দস্তর', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি), এছাড়াও যৌথ পরিবার, জাতিরক্ষা, রাজপুতানা নিয়েও তিনি একাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। সাধুভাষায় বিবৃতি ও ব্যাখ্যায় তাঁর ছোটগল্পগুলি উপস্থাপিত। চরিত্রের সংলাপে হিন্দি ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। নারী জীবনের দুরবস্থা, জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, নারীর অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি বিষয়ভাবনায় আলোড়িত হয়েছে শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পবিশ্ব।

স্বদেশী বিপ্লবী শান্তি রায়ের স্ত্রী হলেন কথাশিল্পী সাবিত্রী রায়। ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে তাঁর আবির্ভাব। তিনি নারীদের জীবন সমস্যার পাশাপাশি দেশ-দশের অবস্থা নিয়েও ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন—নারীদের জীবনযন্ত্রণা ('মাটির মানুষ', 'রাধারাণী' ইত্যাদি); মন্বন্তর ('নূতন কিছু নয়'), দাঙ্গা ও দেশভাগ ('স্বর্গ হইতে বিদায়', প্যারামবুলেটর' ইত্যাদি), উদ্বাস্তু সমস্যা ('হাসিনা') প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পে আছে সময় সচেতনতার পরিচয়। চরিত্রের রূপ-সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়েছে বর্ণনায়, আছে ঘটনা-চরিত্রে নাটকীয় চমক, আবার নিহিত জীবন-ভাষ্য পরিস্ফুটনে গল্পকার সাবিত্রী রায়, প্রয়োজন মতো দক্ষতার সঙ্গে গল্পের উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন কবিতা, গান ও ছড়া।

সত্যবতী(প্রথম প্রতিশ্রুতি) চরিত্রের স্রষ্টা হলেন আশাপূর্ণা দেবী। তিনি সমাজ ও নারী জীবন সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন— নারীর অপমান ও অবমাননার গল্প ('ইজ্জৎ', 'আত্মহত্যা', 'ছিন্নমস্তা', 'প্রতিশ্রুতি', 'অপরাধ' ইত্যাদি); যৌথ পরিবার জীবনের সমস্যানির্ভর ছোটগল্প ('তাসের ঘর', 'স্টিলের আলমারী', 'অনাচার', বরফজল', 'শাস্তি' ইত্যাদি)। তাঁর প্রতিটি নারী চরিত্র বাস্তব সমস্যানির্ভর। সমাজ জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী চরিত্ররা ক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্পকার হলেন আশাপূর্ণা। তাঁর গল্পের নারীরা যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, তেমনি মননে-চিন্তনে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিনী। সহজ-সরল ভাষায়, বর্ণনামূলক রীতিতে তাঁর ছোটগল্পে নারীর ঘরে-বাইরের জীবন সমস্যা উদ্ভাসিত হয়েছে।

শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনকে ভিত্তি করে সচেতন করণ-কৌশলে সৃজন করেন ছোটগল্প। বিষয় ও উপস্থাপনের যথার্থ গুণে ছোটগল্প সার্থক শিল্পরূপ লাভ করে। শিল্প প্রকরণ জীবন্ত হয়ে ওঠে ভাষার সাবলীল প্রয়োগে। তবে সময়োপযোগী গুণে বিষয় ও উপস্থাপনরীতি দেখা দেয় অভিনবত্ব ও চমক। যুগ-মানসের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতেই শুরু হয়েছিল বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও শিল্পরীতির পালাবদল। 'কল্লোল' যুগ যৌনতা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, প্রান্তিক জীবনের মাহাত্ম্য, স্বার্থপরতা-দারিদ্র্য-হতাশা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ছোটগল্পের আঙ্গিকে লাগে ভিন্নতা ছোঁয়া, ভাষা হয়ে ওঠে কবিত্ব ঘেঁষা, লিরিক গদ্য। তবে দেশজ-লোকায়ত জীবন চর্চায় লোকভাষা, বিভাষা ও নিভাষার ব্যবহারের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। চল্লিশের দশক, দেশ ও জাতির কাছে অস্থিরতার কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, বিমান আক্রমণ, রেশনিং, মিলিটারি সাপ্লাই, দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা—তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বেলাগাম অস্থিরতা সৃষ্টি করে ছিল। পাল্টে দিয়েছিল জীবনের হাল-চাল ও চিরাচরিত গতিবিধি। ইতিহাস চেতনা, সমাজমনস্কতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং মার্কসীয় আদর্শে সমাজ গঠনের প্রতিক্রিয়া জনমানসে সৃষ্টি করেছিল গণ-উন্মোদনা। এই কাল পর্বে কথাসাহিত্যের জগতে কল্লোল যুগের প্রভাব যেমন ছিল, তেমনি উঠে এসেছিল নতুন বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপনারীতি। যুগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাত গল্পকারদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কালের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাপ্রবাহকে অবলম্বন করে একাধিক গল্পকার ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন— যুদ্ধনির্ভর (বরেন বসুর—'ত্রিভুজ', 'জবাব', 'কে', 'দ্বন্দ্ব', 'বাবুরামের বিবি', 'খুশি'

প্রভৃতি); মন্বন্তর ও কালবাজার (নবেন্দু ঘোষের— 'কল্কি'; সুশীল জানার—'খুনি', 'সাঙাৎ', 'কুকুর' প্রভৃতি); দাঙ্গা (নবেন্দু ঘোষের—'উলুখড়', 'ত্রাণকর্তা'; সোমেন চন্দর— 'দাঙ্গা' প্রভৃতি); তেভাগা আন্দোলন(ননী ভৌমিক—'ধানকানা', 'সলিমের মা' প্রভৃতি); দেশ-ভাগ ও উদ্বাস্তু (সন্তোষ কুমার ঘোষের—'দ্বিজ' ইত্যাদি) প্রভৃতি বিষয় নির্ভর রচনা করেছেন। বরেন বসুর যুদ্ধকেন্দ্রিক ছোটগল্পে যুদ্ধজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন বহুমুখী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। নবেন্দু ঘোষ মন্বন্তর কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন। সোমেন চন্দের ছোটগল্প প্রতীকী ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে সমকালীন অস্থির রাজনীতির বহুমাত্রিক ক্যানভাস। ননী ভৌমিক সমাজ সচেতন গল্পকার হিসেবে সময়ের দাবী মেনে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, ও তেভাগা আন্দোলন নির্ভর ছোটগল্প রচনা করেছেন। বস্তুত, বরেন, নবেন্দু, সুশীল, সোমেন ও ননীর ছোটগল্পে চল্লিশের দেশ-কাল নানা ভাবে ও রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার 'ছোটগল্প : নূতন রীতি'-র তৎপরতায় স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের মনন, অন্তর বিশ্লেষণকেন্দ্রিক গল্পে গল্পহীনতার প্রয়াস দেখা দেয়। 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলনের হাত ধরে প্রচ্ছন্ন আখ্যানের প্রতিষ্ঠা। পৌরাণিক মিথ, উপকথা, রূপকথা গল্পে আঙ্গিক ভাবনায় জায়গা করে নিয়েছে। গল্পকথার উপস্থাপনরীতি প্রসঙ্গে কিন্নর রায় বলেছেন—

> "ভারতীয় আখ্যান রীতির যে চিরাচরিত কথন ভঙ্গি, তা এই ২০১০-এ এসেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই বৌদ্ধজাতক কাহিনি, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপখ্যান, পঞ্চতন্ত্র আর সবার ওপর মহাভারত আমাকে লিখতে সাহায্য করে।"[১১]

বাংলা আখ্যান রীতির ধারায় প্রথমে গল্প, তারপর ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের বিষয়-ভাবনায় যেমন নানা বাঁক-বদল ঘটেছে, তেমনি ভাষারীতি-সহ উপস্থাপনরীতি ও কৌশলে দেখা গেছে ছাঁচ-বদলের সযত্ন প্রয়াস ও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর।

তথ্যসূত্র :

১. A. E. Poe, Review of Hawthorne's, 'Twice-Told Tales', 1842
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'দেনাপাওনা', গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, ১৪১৫, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ৬২৬
৪. ভট্টাচার্য, সৌরীন (সম্পা.) 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ৯২
৬. রায়চৌধুরী, সুবীর, 'জগদীশ গুপ্তের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১২৬
৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৩
৮. তদেব, পৃ. ২১
৯. ঘোষ, সুবোধ, 'গল্পসমগ্র ২', আনন্দ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৪৭
১০. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েলি পাঠ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩৩
২১. চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৭৯
১১. রায়, কিন্নর, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৭